

নবীদের কাহিনী

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ২৫. হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - মাক্কী জীবন রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

দাওয়াতের সারবস্ত (حقيقة الدعوة)

এই সময় দাওয়াতের সারবস্তু ছিল পাঁচটি। (১) তাওহীদ (২) রিসালাত (৩) আখেরাত বিশ্বাস (৪) তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহর উপরে ভরসা এবং উক্ত বিশ্বাসসমূহের আলোকে (৫) তাযকিয়াহ বা আত্মন্ডদ্ধি অর্জন করা। বস্তুতঃ রাসূল (ছাঃ)-এর সরাসরি নির্দেশনায় এই প্রশিক্ষণ পরিচালিত হ'ত। এভাবে তিনি আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান একদল নিবেদিতপ্রাণ মানুষ গড়ে তুলতে সমর্থ হন। যাঁদের হাতেই পরবর্তীকালে ইসলামের বস্তুগত বিজয় সাধিত হয়।

কিন্তু এতে কুরায়েশ নেতাদের প্রতিক্রিয়া যে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হবে, সে বিষয়ে আগেভাগেই স্বীয় নবীর মনমানসিকতাকে প্রস্তুত করে নেন সূরা শো'আরা নাযিল করে। ২২৭ আয়াত বিশিষ্ট এই বিরাট সূরার শুরুতেই আল্লাহ স্বীয় নবীকে বলেন, الشَّمَاء آيَةً فَظَلَّت (السَّعِراء لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُوْمِنِينَ، إِنْ نَشَأَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاء آيَةً فَظَلَّت (الشَّعِراء وَلَيَّا قُهُمْ لَهَا خَاصِعِينَ (الشَّعِراء (الشَّعِراء الشَّعِراء (الشَّعِراء (الشَّعِراء (السَّعِراء (السَّعِراء (السَّعِراء (السَّعِراء (السَّعِراء (السَّعِراء (السَّعِراء (السَّعَراء السَّعِراء (السَّعِراء (السَّعِراء (السَّعِراء السَّعِراء (السَّعِراء (السَّعِراء السَّعِراء السَّعِراء (السَّعِراء (السَّعَراء السَّعَراء السَّعَراء السَّعَراء السَّعَراء السَّعَراء السَّعَراء السَّعَراء (السَّعَراء السَّعَراء السُّعَراء السَّعَراء السَّعَ

এরপর আল্লাহ অতীতের সাতজন শ্রেষ্ঠ নবীর দাওয়াতী জীবন ও তাদের স্ব স্ব কওমের অবাধ্যাচরণ ও তাদের মন্দ পরিণতি সংক্ষেপে আবেগময় ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যাতে আগামীতে বৃহত্তর দাওয়াতের রূঢ় প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে শেষনবীর কোনরূপ মনোকষ্ট না হয়। শুরুতেই হযরত মূসা (আঃ)-এর জীবনালেখ্য ১০-৬৮ আয়াত পর্যন্ত, অতঃপর ইবরাহীম (আঃ) ৬৯-১০৪, তারপর নূহ (আঃ) ১০৫-১২২, অতঃপর হূদ (আঃ)-এর কওমে 'আদ ১২৩-১২৪, তারপর হযরত ছালেহ (আঃ)-এর কওমে ছামূদ ১৪১-১৫৯, তারপর লূত্ব (আঃ)-এর কওম ১৬০-১৭৫, অতঃপর হযরত শু'আয়েব (আঃ)-এর কওম আছহাবুল আইকাহ ১৭৬-১৯১ পর্যন্ত তাদের স্ব স্ব কওমের উপর আসমানী গ্যবসমূহ নাযিল হওয়ার ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর স্বশেষে আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন.



فَلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَها آخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ وَأَنذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ واخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْم (الشعراء ٩٤٩-٥٤٥)- الْمُؤْمِنِيْنَ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّيْ بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيْزِ الرَّحِيْم (الشعراء ٩٤٩-٥٤٥)-

'অতএব তুমি আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহবান করো না। তাতে তুমি শান্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে'। 'তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক কর'। 'এবং তোমার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হও'। 'অতঃপর যদি তারা তোমার অবাধ্যতা করে, তবে বলে দাও, তোমরা যা কর, তা থেকে আমি মুক্ত'। আর তুমি ভরসা কর মহাপরাক্রমশালী দয়ালু সন্তার উপরে' (শো'আরা ২৬/২১৩-১৭)।

উল্লেখ্য যে, কুরআনে বর্ণিত নবীগণের উপরোক্ত ক্রমধারায় আগপিছ রয়েছে। প্রকৃত ক্রমধারা হবে প্রথমে নূহ (আঃ), অতঃপর হূদ, অতঃপর ছালেহ, অতঃপর ইবরাহীম, লূত্ব, শু'আয়েব ও মূসা ('আলাইহিমুস সালাম)। কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে এরূপ আগপিছ হয়েছে। কেননা ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করা নয়, বরং বিষয়বস্তু পেশ করাই হ'ল কুরআনের মূল উদ্দেশ্য।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=5203

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন